এলে বেলে কথা - এক

জসিম মলিক

১.

”আমি” আসলে ফাস্টফুডের ভক্ত না। ডাল ভাতের ভক্ত। তবুও সেদিন ম্যাগডোনালসে বসেছিলাম আমি আর নাজমুন্নাহার। সেটা ছিল প্যারিস শহর। ’আমি’ ’আমি’ করে লিখি বলে টরন্টো প্রবাসী এক সাংবাদিক একবার আমাকে তীব্র ভাষায় আক্রমন করেছিল। তার বক্তব্য হচ্ছে যারা আমি আমি করে লিখবে তাদের হতে হবে বিরাট বড় কিছু। আমার মত একজন এলে বেলে মানুষ ’আমি’ ’আমি’ করার স্পর্ধা কোথায় পায়! ”আমি” সেই সাংবাদিক বন্ধুর ক্ষোভের কারনটা বুঝতে পারি। তার সাথে একমত পোষন করতে কোনো দ্বিধাও নেই। কিছুতেই আমার ’আমি’ ’আমি’ করে লেখা উচিত না।

এ ব্যপারে বহুদিন আগে টরন্টোর এক সাংবাদিক একটা চমৎকার লেখা লিখেছিলেন। তিনিও এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, কিছু একটা বলতে গেলে ”আমি” অনিবার্যভাবে চলে আসে। নিজেকে বাদ দিয়ে আসলে কোনো গল্প তৈরী হয়না। প্রতিটা মানুষের নিজস্ব যে গল্প আছে তা অনেক সময় কল্পনাকেও হার মানায়। সুতরাং ”আমি” অনিবার্যভাবে এসে যায়। তাছাড়া ফিকশন তৈরী করতে গেলে রিপোর্ট লেখার মতো নির্মোহ হওয়া যায়না। আমিও মনে করি ”আমি” করে লিখলে দোষের কিছু নেই। সেজন্য তালগাছ টাইপ কিছু হতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

মাঝে মাঝে এমন হয় না যে কিছুই করতে ইচ্ছে করে না! জীবনটাই মনে হয় অর্থহীন! আমার এ রকম হয়। যদিও এরকম মনে হওয়ার কারন জানা নেই। তখন শুধু পুরনো কথা মনে পড়ে। এটা যে খুব ভাল লক্ষন তা না। পলায়নপর মানুষরাই স্মৃতিতারিত হতে ভালবাসে। এলে বেলে কথা বলে অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করা। আমার লেখা নিয়ে যারা ভুরু কুঁচকে থাকে তাদের বিরক্ত করার একটাই উপায় ক্রমাগত লিখে যাওয়া। আমি সেটাই করছি। লেখা লেখি নিয়ে আমাকে অনেক যন্ত্রনা সহ্য করতে হয়েছে। তবুও নিজের আনন্দের জন্য যেমন লিখি তেমনি সাধারণ পাঠকের ফিডব্যাক আমাকে আনন্দ দেয়। আঁতেলদের কাছ থেকে এক হাজার মাইল দূরে থাকি। ধরা যাক প্রতি ”সপ্তাহে আমি গড়ে একশত ই-মেইল পাই পাঠকের কাছ থেকে।” সত্যি সত্যিই যে পাই এটা বলার ধৃষ্ঠতা দেখাতে চাইনি। এখানকার বড় বড় লেখকরা প্রায়ই তাদের লেখায় এই ব্যাপারটা উলেখ করেন দেখে আমিও সাহস করে করলাম।

২.

নাজু আর আমি প্যারিসের একটা ম্যাগডোনালসে বসে এসব এলে বেলে বিষয় নিয়েই কথা বলছিলাম। মানুষের জীবনটা বড়ই অদ্ভুৎ। নাজুকে কিন্তু আমি আগে কখনও দেখিইনি। সে সুইডেনের লুন্ধ ইউনিভার্সিটিতে এম এস করছে। তার সাথে আমার পরিচয় এই লেখা লেখির সূত্রেই। কোনো কারন ছাড়াই সে আমার এলেবেলে টাইপ লেখা পছন্দ করে। আমি প্যারিসে আসবো শুনে সেও চলে আসে সুইডেন থেকে। আমরা কয়েক বন্ধু মিলে সেবার প্যারিস শহর চষে বেড়ালাম। ইফেল টাওয়ার, ল্যুভর মিউজিয়াম, ইউরো ডিজনী। শ্যেন নদীর তীর ধরে আমরা হাঁটি আর গল্প করি। লেডি ডায়ানা যেখানে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল সে জায়গাটা দেখি। আমি , নাজু, জনপ্রিয় ওয়েব ম্যাগাজিন একটি বাংলাদেশের সম্পাদক ওয়াসিম খান পলাশ, লেখক গবেষক খান আনওয়ার হোসেন, এরিন। মাত্রই কয়েকদিন আগের কথা। অথচ এখন নাজুর সাথে বলতে গেলে যোগাযোগই নেই। এভাবেই মানুষের জীবনে বিচ্ছিন্নতা আসে।

আবারও হয়ত প্যারিস যাওয়া হবে। কিন্তু সবকিছু কী আর আগের মতো ঘটবে! যা যায় তা আর ফেরেনা। পলাশ সেদিন ফোন করে বললো, এই ডিসেম্বরে আবার প্যারিস আসেন। আপনি এলে আমরা অনেক ঘুরবো। আপনি ইউরোপের যেখানে যেখানে যেতে চান নিয়ে যাবো। কী জানি প্যারিসের সেই রাস্তা দিয়ে আবার হাঁটা হবে কিনা। অথবা ভ্যানিস, জুরিখ বা মাদ্রিদের রাস্তা দিয়ে!

বছর কয়েক আগের কথা। তখনও দুলাল ভাই (সাইফুলাহ মাহমুদ দুলাল) কানাডায় অভিবাসী হননি। আমেরিকায় এসেছেন একটা প্রোগ্রামে। সাংবাদিক গোলাম মোর্তোজাও এসেছেন। আমি আর মোর্তোজা তখন একই পত্রিকার লোক। যতটুকু মনে পড়ে তারা দুজন একই ফ্লাইটে, একই প্রোগ্রামে এসেছিলেন। সম্ভবত সেটা তাদের প্রথম আমেরিকায় আসা। আমি টরন্টো থেকে গিয়েছি। আমরা কয়েকজন দল বেঁধে এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম। জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্ট। সেবার দুলাল ভাই, মোর্তোজা সহ আমরা কয়েকজন নিউইয়র্ক থেকে ফ্লোরিডা গেলাম ফোবানায় যোগ দিতে। মায়ামী বীচে গিয়েছিলাম একদিন। কী অসাধারন ছিল সেই দিনটা। অসম্ভব রোদ্রকরোজ্জল একটি দিন। চক চক করছিল বালুকাবেলা। আদিগন্ত আটলান্টিকের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল সূর্যের প্রখর আলো। একটি বিশেষ কারনে আজও সেটা একটা স্মরনীয় দিন আমার কাছে। সাগর মানেই আমার কাছে অন্যরকম কিছু। সেখানে অনেক রমনীয় রমনীরা রৌদ্রস্নান করেছিল। দুলাল ভাইয়ের মায়ামীর সেই মনোরম কৃষ্টাল সমুদ্র সৈকতের কথা মনে আছে কিনা কে জানে! কখনও দেখা হলে জেনে নেবো।

৩.

দিলরুবা। ২০০০ সাল। লন্ডন শহর। কাঁধে ঝোলানো বিশাল ক্যামেরা। দিলরুবার সাথে আমাকে জুড়ে দিয়েছিলেন শামীম আপা (শামীম আজাদ)। সেবার শুধু দিলরুবাই নয় আরো অনেকের সাথে সখ্যতা হয়েছিল। এরপরওতো লন্ডন গিয়েছি, কই সেই মানুষগুলোর সাথে আর তো দেখা হয়নি! এভাবেই জীবন থেকে আমরা শুধু হারাই। দিলরুবা আমাকে দেখিয়েছিলো ডকল্যান্ডস লাইট রেইল, ক্যানেরি ওয়ারফ, অক্সফোর্ড সারকাস স্টেশন, এমবাকমেন্ট পেস, সিটি রয়াল হল, লন্ডন আই, পিকাডেলী সার্কাস, ওয়াটার লু সেশন প্রভৃতি। দিলরুবা একজন ফটো জার্নালিস্ট। বন্ধনহীন একাকী এক সুন্দরী। চমৎকার তার হৃদয়। হাসিখুশি। লন্ডন শহর দাবড়িয়ে বেড়ায়। শহীদ রানা। সুদর্শন যুবক। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। আমরা তিনজন মিলে চষে বেড়ালাম লন্ডন শহর কয়েক দিন। টেমস নদীর তীর ধরে হাঁটা, পাবে ঠান্ডা বিয়ারে চুমুক দেয়া আর রাজ্যের পরিকল্পনা। একদিন চমৎকার একটা ঘটনা ঘটল। আমরা বিখ্যাত টাওয়ার ব্রিজে উঠলাম। পার হলাম। হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠলো। টাওয়ার ব্রীজ দু'ভাগে বিভক্ত হলো। একটি জাহাজ পার হলো, আবার মিশে গেল ব্রীজ। ওরা বলল, এরকম হঠাৎ হঠাৎ ঘটে। দিলরুবা তার কুশলি হাতে অনেক ছবি তুললো। সানোয়ার, সৈয়দ তাহমিম, শহীদ রানা আর মঈনুলের সঙ্গে চমৎকার সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। আসার দিন তাজ তার গাড়ি দিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়েছিল। সবই এখন শুধুই স্মৃতি। সেবার লন্ডনে যোগাযোগ হয়েছিল কাজী জাওয়াদ, উর্মি রহমান, স্বাধীন খসরু, ফরিদ হাসান প্রমুখের সাথে।

দশ বছর পর। সকাল নটা। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বোয়িং ৭৭৭ হিথ্রো পৌঁছে যায়। বাইরে বেরিয়ে দেখি বিখ্যাত লেখক আসিফ নজরুল ঘুম ঘুম চোখে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে কফির কাপ। আসিফকে জড়িয়ে ধরলাম। সে এসেছে কয়েকমাসের জন্য একটা বিশেষ কোর্সে। অবশ্য সে পিএইচডি করেছে লন্ডন থেকেই। আমি হোটেলে থাকা একদম পছন্দ করি না। একাকী হোটেলবাস হচ্ছে নির্বাসনের মতো। আমি মানুষের মধ্যে থাকতে পছন্দ করি। চলে এলাম আসিফের বাসায়। আমরা আবার অনেকদিন পর গল্প করার সুযোগ পেলাম। আশির দশকে আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি বা বিচিত্রায় একসাথে কাজ করেছি। আমাদের অনেক স্মৃতি আছে। একদিন আমরা গেলাম ব্রিকলেনে একটি অনুষ্ঠানে। সেখানে বহু বছর পর আবার শামীম আজাদের সাথে দেখা হলো। আমরা তিনজন দীর্ঘক্ষন আড্ডা মারলাম একটি রেস্টুরেন্টে। একদিন লিপির সাথে একটি মনোরম সন্ধ্যা কাটল আমাদের তিনজনের। অনেক ঘুরলাম আমরা। ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি, বাকিংহাম প্যালেস, পিকাডেলী সার্কাস। আসলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় না কখনও। সব কিছু নতুন করে ঘটতে থাকে। একটি ঘটনা কী আর একটি ঘটনাকে মুছে দিতে পারে! (চলবে)

jasim.mallik@gmail.com